শব্দার্থ ও টীকা

33 ক

পর্যটন

সংজ্ঞা ও স্বরূপ, উৎস, গুরুত্ব ও প্রকারভেদ

33.1 প্রস্তাবনা

প্রকৃতির বৈচিত্র্য সীমাহীন। প্রকৃতিকে উপভোগ করার আন্তরিক ইচ্ছা মানুষের আজন্ম। সে কারণেই সুপ্রাচীন কাল থেকেই অভিযাত্রীদল, আবিষ্কারকগণ, পথিককুল সব রকম বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে পথে বেরিয়েছে। নতুন নতুন জায়গা দেখার ইচ্ছা জাগে, জাগে সেখানকার সৌন্দর্যদর্শনের বাসনা। প্রথম সমুদ্র দেখে 'কপালকুণ্ডলা'র নবকুমার বলে উঠেছিল: 'আহা! কী দেখিলাম! জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না।'

কালক্রমে এই ইচ্ছাই জন্ম দিয়েছে একটি আধুনিক শিল্পের— নাম পর্যটন। পর্যটন শিল্পের কাজই হচ্ছে নতুন নতুন দেখার জায়গা খুঁজে বার করা, পর্যটক ও সেই জায়গার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করা। প্রাকৃতিক দৃশ্য, জল-হাওয়া, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রভৃতি পর্যটন উন্নয়নের কাজে ব্যবহৃত হয়।

এই পাঠে আমরা আলোচনা করব পর্যটনের ধারণা, পর্যটনের প্রকার, পর্যটনের বিভিন্ন উৎস। পর্যটনের পক্ষে প্রয়োজনীয় বিষয় এবং আধুনিক পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরও এখানে থাকবে।

33.2 উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি করতে পারবেন —

- পর্যটনের সংজ্ঞা ও ভ্রমণের রূপান্তর ব্যাখ্যা;
- বিভিন্ন প্রকার পর্যটন ও পর্যটনের উদ্দেশ্য আলোচনা;
- ভারতের পর্যটন-উৎসের বৈচিত্র্য ও সম্পদ ব্যাখ্যা;
- পর্যটনের উন্নতির মাধ্যমে একটি অঞ্চলের উন্নয়ন বিশ্লেষণ;
- আকর্ষণের বৈচিত্র্য অনুযায়ী ভারতের বিভিন্ন পর্যটন-স্থানের শ্রেণিবিভাগ।

শব্দার্থ ও টীকা

33.3 পর্যটনের সংজ্ঞা ও স্বরূপ

'পর্যটন' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ পরিকল্পিত ভ্রমণ। পর্যটন— পরি (পরিকল্পিত) + অটন (ভ্রমণ)।

Tourism Society of England-এর সংজ্ঞা অনুসারে পর্যটন বা 'Tourism is the temporary, short-term movement of people to destination outside the places where they normally live and work and their activities during the stay at each destination. It includes movements for all purposes.' অর্থাৎ পর্যটন হচ্ছে নিজের বাসস্থানের ও কর্মসংস্থানের বাইরে স্বল্পমেয়াদি ও অস্থায়ী ভ্রমণ।

World Tourism Organisation থেকে পর্যটকদের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তাতে পর্যটনের স্বরূপ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ঐ সংজ্ঞা অনুসারে পর্যটনকারী তারাই যারা 'Who travel to and stay in places outside their usual environment for more than twenty four (24) hours and not more than one consecutive year for leisure, business and other purposes not related to the exercise of an activity remunerated from within the place visited.' এই সংজ্ঞা অনুসারে উদাহরণ দিলে পর্যটনের স্বরূপ আরও স্পষ্ট হবে। যেমন, দিঘা পশ্চিমবঙ্গের একটি উল্লেখযোগ্য পর্যটনকেন্দ্র। কিন্তু কোনও ব্যক্তি যদি রোজ চাকরি করতে খড়্গপুর থেকে দিঘায় যায়, তবে তার দিঘা ভ্রমণকে পর্যটন বলা যাবে না। কারণ সেটি তার জীবিকার সঙ্গে বাধ্যতামূলকভাবে জড়িত। কিন্তু সে যদি কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে সপরিবারে বা সবান্ধবে দিঘায় বেড়াতে যায় তবে সেই ভ্রমণ হবে পর্যটন। কারণ এতে আছে অবকাশ যাপনের বিস্তৃত পরিকল্পনা। গাড়ি ভাড়া করা, হোটেল বুক করা সেই পরিকল্পনার অঙ্গ। এই জন্যই পর্যটন হচ্ছে পরিকল্পিত স্বল্পমেয়াদি ভ্রমণ।

প্রাচীনকালের ভ্রমণ থেকে আধুনিক কালের পর্যটন:

ভ্রমণ— মানুষের ইতিহাসে সেকাল থেকে একাল অবধি সময়ের একটি আশ্চর্য আকর্ষণ। প্রাচীন মুনি-ঋষিরা ঘুরে বেড়িয়েছেন হিমালয়ে, সাগর তীরে, হ্রদের পারে, অরণ্যে ধ্যানমগ্ন হয়েছেন পরমার্থের সাধনায়। ভারতের সব ধর্মের সাধক তীর্থদর্শনকে পুণ্যকর্ম বিবেচনা করেছেন। পর্যটনের এ এক উল্লেখযোগ্য দিক।

ধর্মীয় উদ্দেশ্য ছাড়াও শুধু নতুন দেশ দেখার উদ্দেশ্যে পর্যটন শুরু হয় উনিশ শতকের গোড়া থেকে। তখন আধুনিক পর্যটনের কোনো সুব্যবস্থাই ছিল না। সুনির্ধারিত কোনো পথ-মানচিত্রও ছিল না। 19শ শতকে কয়েকজন অভিযাত্রী গেছেন তিব্বতে ও সন্নিহিত স্থানে। গিয়েছেন প্রায় আন্দাজে পথ খুঁজে খুঁজে।

কলকাতা থেকে প্রায় 600 কিলোমিটার দূরে এই অঞ্চলের শহর, পর্বত, নদী, স্থলপথ, গিরিপথ— কোনো কিছুই ব্রিটিশ সার্ভে অফিসারদের জানা ছিল না। বৌদ্ধ তীর্থযাত্রীর ছদ্মবেশে সিং ভ্রাতারা (নইন সিং, মণি সিংহ, কিসান সিং) গোপনে তিব্বতের ওই অঞ্চলের কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। কিসান সিং 1870 সালে গোবি মরুভূমি পৌঁছোন। চার বছর পর এই দুঃসাহসী পর্যটক দার্জিলিং ফিরে আসেন।

পাঠগত প্রশ্ন 33.1

1) বন্ধনী থেকে ঠিক শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থানে বসান।

i) পর্যটন হচ্ছে নিজের বাসস্থান ও কর্মস্থানের বাইরে ..... ভ্রমণ। (অস্থায়ীভাবে/স্থায়ীভাবে থাকার জন্য)

ii) পর্যটনের অর্থ ..... ভ্রমণ। (পরিকল্পিত/অপরিকল্পিত)

শব্দার্থ ও টীকা

iii) ভ্রমণকে পর্যটনের মর্যাদা পেতে হলে তার সময়সীমা হতে হবে কমপক্ষে ..... ঘন্টার বেশি এবং বেশির পক্ষে ..... বছর। (48/24/10/5/3/1)

2) দুদিকের অংশ ঠিকমতো যোগ করুন—

ক	খ
i) প্রাচীন পর্যটনের বৈশিষ্ট্য ছিল	ক) উনিশ শতকের গোড়ায়।
ii) ধর্মীয় উদ্দেশ্য ছাড়া নতুন দেশ দেখার উদ্দেশ্যে পর্যটন শুরু হয়।	খ) 1870 সালে।
iii) কিসান সিং গোবি মরুভূমিতে পৌঁছান।	গ) বিশ্রাম, পুণ্য ও জ্ঞান লাভের জন্য নিজের বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে ঘুরে বেড়ানো।

33.4 পর্যটনের উৎস

নানাবিধ কারণে এক এক এলাকায় এক এক ধরণের পর্যটনশিল্প গড়ে ওঠে। এই কারণগুলিকেই পর্যটনের উৎস বলে গণ্য করা যায়। এই সব কারণের মধ্যে প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক কারণ প্রধান।

33.4.1 প্রাকৃতিক উৎস

ভারতের জলহাওয়া এক এক অঞ্চলে এক এক রকম। তার কারণ (1) বিশাল আয়তন, (2) চওড়া থেকে সরু আকার, (3) অক্ষরেখার বিভিন্নতা, (4) সমুদ্রের বিন্যাস, (5) হিমালয়ের অবস্থান।

এই উপমহাদেশের উত্তরের ও দক্ষিণের জলহাওয়া এক নয়। উপকূল এলাকা ও তার ভিতরের জলহাওয়ার অবস্থা আলাদা। উত্তর ভারত ও তুষারময় হিমালয়— দুইয়ের আবহাওয়ায় তফাত। আবহাওয়ার এই বিভিন্নতা পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়িয়েছে। আবহাওয়ার বৈচিত্র্য যত বেশি হয় পর্যটনের উন্নয়নও তত বাড়ে।

জানুয়ারিতে সিমলা, শ্রীনগরের তাপমাত্রা কমে 3^0-7^0 সে: হয়ে যায়। এতে কয়েকমাস ধরে জমা বরফ— স্কি-র মতো শীতক্রীড়ার সুযোগ তৈরি করে। গরমেও এসব জায়গায় কম গরম ইউরোপীয় পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়ায়।

ঋতু অনুযায়ী তাপমাত্রার বাড়া-কমা, বরফ-পড়া, ঝড়-ঝঞ্ঝা, মেঘের অবস্থান প্রভৃতি পর্যটন উন্নয়ন করার জন্য লক্ষ রাখা দরকার।

মূল বক্তব্য:

- জলহাওয়ার পরিবর্তন, বৃষ্টিপাত, আবহাওয়ার বৈচিত্র্য প্রভৃতি প্রাকৃতিক অবস্থা পর্যটনের পক্ষে বিশেষ কার্যকর।
- শীতের কম তাপমাত্রা পাহাড়ি এলাকার এবং মৌসুমি তারতম্য ভারতের সব জায়গায় পর্যটনের আকর্ষণ বাড়ায়।
- 20^0-30^0 সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা বাইরের কাজের পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং পর্যটকরা এই

শব্দার্থ ও টীকা

স্কেট Skate = পাহাড়ের গায়ে বরফের উপর চলার যন্ত্র।

সময়কে ভ্রমণের জন্য বেছে নেয়।

নিসর্গ সম্পদ:

প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য পর্যটকদের বিশেষ আকর্ষণ। পাথুরে পাহাড়ে ওঠা, ঢালু জায়গায় গ্লাইডিং, বরফ ঢাকা পাহাড়ের গায়ে স্কেটিং, গুহা প্রভৃতি নিসর্গ সম্পদ পর্যটকদের বিশেষ আকর্ষণ। মসৃণ সমতলে সাইকেলে ঘোরা বা ছোটো খালে ও শাখা নদীতে নৌচালনা বিশেষ মনোযোগ টানে দর্শকদের। নদীতীর, গিরিসংকট, জলপ্রপাত, ঝরনা, উষ্ণ প্রস্রবণ প্রভৃতির আকর্ষণও কম নয়। ঘটনাচক্রে ভারতে এ সবই দ্রষ্টব্য। তাই ভারত দেখার আগ্রহ স্বদেশি বিদেশি সব পর্যটকদের।

অরণ্যপ্রকৃতি, বন্য প্রাণী, ন্যাশানাল পার্ক প্রভৃতি পর্যটনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার, মণিপুরের হরিণ, সুন্দরবনের কুমির প্রকল্প, কলকাতার বটানিক্যাল গার্ডেন, আসামের একশৃঙ্গী গণ্ডার, ডুয়ার্সের সাফারি পার্ক প্রভৃতির বিশেষ আকর্ষণ পর্যটনের। এশিয়ার সর্ববৃহৎ দূষণমুক্ত হ্রদ হল কোলেরু। এটি কৃষ্ণা-গোদাবরীর মধ্যবর্তী ব-দ্বীপ।

সামুদ্রিক নিসর্গ:

বালুকা বেলা, ছোটো উপসাগর, তীর ঘেরা সমুদ্র, সাগরের পাথুরে তীর পর্যটকদের প্রিয়। ভারতে এসব পাওয়া যাবে গোয়ার উপকূল, কেরালার কোভালাম সমুদ্রতীর, কন্যাকুমারীর সাগর সঙ্গমে। পুরীর সমুদ্রতীর, লাক্ষা দ্বীপ, আন্দামানের প্রবাল প্রাচীর উচ্চমানের সামুদ্রিক আকর্ষণ।

অনেক নদীতীর ভেঙে যাচ্ছে। জোয়ারের জল বিপদসীমা ছাপিয়ে যাচ্ছে। এগুলো ঠিক মতো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করলে উপকূল পর্যটন লাভজনক হবে। তীব্র স্রোতে সাঁতারুদের ভেসে যাবার ভয় থেকে রক্ষা করা দরকার। নৌকা বাইচ খেলার জন্যও নিরাপত্তা দরকার। বঁড়শি দিয়ে মাছ ধরা, জলে ডুব দেওয়া (dive) প্রভৃতির জন্য দূষণমুক্ত পরিষ্কার জল— পর্যটনের পক্ষে জরুরি।

ভারতে কয়েকটি সুরক্ষিত তীর আছে যা পর্যটকদের বাঞ্ছিত

জনাকীর্ণ স্থানের আশেপাশে স্থলপ্রকৃতি ও সামুদ্রিক প্রকৃতির উন্নতি ঘটালে পর্যটনের সম্পদ বাড়বে। কর্তৃপক্ষও একমত হয়েছেন পার্বত্য এলাকা, উপকূল এবং মরু অঞ্চলের উন্নয়নের উপর জোর দিতে হবে।

মূল বক্তব্য:

সমতল, বালুকা বেলা, সমুদ্রনিকটবর্তী প্রবালতীর, তীব্র স্রোত ও জলস্ফীতি থেকে মুক্ত এলাকা উপকূল পর্যটনের উন্নয়ন ঘটাবে।

33.4.2 ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক উৎস

এই জাতীয় সম্পদ ভারতের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। এগুলো জড়িয়ে আছে ঐতিহাসিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে। ভারতের দীর্ঘ ইতিহাস জুড়ে আছে মূর্তি, দেবমূর্তি, সমাধিস্থল, মিনার চূড়া, দুর্গ, প্রাসাদ, প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভ এবং সাম্প্রতিককালে নির্মিত বাড়ি ঘর। এর অনেক স্থানের দৃশ্য তেমন আকৃষ্ট করে না হয়ত, কিন্তু এগুলোর সঙ্গে জড়িত আছে মহৎ ব্যক্তির জীবন ইতিহাস। দিল্লি তার নিদর্শন।

সবার উপরে আছে প্রদর্শন-শিল্প-নৃত্যনাট্য-সঙ্গীত, প্রথা, ঐতিহ্য, পোশাক, খাদ্য, ভাষা, সামাজিক আচার, ধর্মীয় আচার, উৎসব প্রভৃতি সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ। শিল্পনগর, বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান, নদী বাঁধ এবং আধুনিক

শব্দার্থ ও টীকা

স্থাপত্য প্রভৃতি গড়ে উঠেছে স্বাধীন ভারতে। এগুলো ভারতের ঐতিহ্যের অতিরিক্ত সংযোজন। এগুলো দেখার সুন্দর যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজগম্যতা প্রভৃতি পর্যটনের কার্যকারিতা বাড়িয়ে দেয়।

এর থেকে অর্জিত আয় এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজের সুযোগ বৃদ্ধি পর্যটনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বাড়িয়ে তোলে।

মূল বক্তব্য:

- ভারতের প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে আছে প্রাচীন স্মৃতিসৌধ বা আধুনিক নির্মাণ স্থাপত্য। এ-দেশ প্রদর্শন শিল্প ও জীবনশৈলীর জন্য বিখ্যাত। এসব ঐতিহ্য পর্যটনের সাংস্কৃতিক সম্পদ।
- দেশি-বিদেশি পর্যটকদের সংখ্যাবৃদ্ধি রাজস্ব অর্জন ও স্থানীয়দের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ায়।

পাঠগত প্রশ্ন 33.2

1) ভারতবর্ষের প্রতি পর্যটকদের বিশেষ আকর্ষণ কেন?

2) ভারতের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য অঞ্চলের নাম কী?

3) এশিয়ার সর্ববৃহৎ দূষণমুক্ত হ্রদের নাম কী

33.5 পর্যটনের গুরুত্ব

দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির পক্ষে পর্যটনশিল্পের প্রসার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পর্যটনের সঙ্গে যেসব পরিষেবা শিল্প যেমন, পরিবহন, হোটেল ও আতিথেয়তা, বিনোদন ইত্যাদি যুক্ত থাকায়, যে আর্থিক লেনদেন হয় তাতে দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন হয়, এবং কর্মসংস্থানের সুযোগও প্রসারিত হয়। কোনো কোনো দেশ তো মূলত পর্যটনকে ভিত্তি করেই বেঁচে আছে। যেমন, অস্ট্রেলিয়া, মিশর, গ্রিস, থাইল্যান্ড এবং পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কোনো কোনো দেশ। আমাদের দেশেও জম্মু-কাশ্মীর, দার্জিলিং, সিকিমের অর্থনীতি মূলত পর্যটনের উপরই নির্ভরশীল।

তবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে পর্যটনের সম্পর্ক স্থাপনের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। লন্ডনের Cox and Kings হচ্ছে ইংল্যান্ডের প্রথম পর্যটন কোম্পানি। এটি স্থাপিত হয় 1758 খ্রীষ্টাব্দে। ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের পর আর্থ সামাজিক জীবনের পরিবর্তন ঘটে এবং তার ফলে পর্যটনের বিশেষ উন্নতি ঘটে।

তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত মুষ্টিমেয় কিছু ধনী পরিবার ভ্রমণের সুযোগ পেত। 1945-এর পর থেকে এক বিরাট সংখ্যক পর্যটক আসে সমাজের সব শ্রেণি থেকে। তারা কম টাকায় কম সময়ে বেশি জায়গা ভ্রমণ করে। তার কারণ আধুনিক জীবনে দীর্ঘকালীন ছুটি কাটানোর সময় কমই পাওয়া যায়। তাই বিশ্রাম যাপন ও অভিযানমূলক ভ্রমণ দুটো একসঙ্গে করতে চায়। একাও যায় আবার দল বেঁধেও যায়। এভাবে ব্যক্তিগত স্তরে মানসিকতা, অবসর, শারীরিক ক্ষমতা, আয়, শিক্ষা এবং ব্যক্তিগত আয় ব্যয়কে ইচ্ছামত করার সুযোগ সব কিছু মিলে পর্যটনের প্রবণতা বাড়ে কমে।

শব্দার্থ ও টীকা

অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হারে উন্নয়নশীল দেশ থেকে পর্যটনে অনেক এগিয়ে আছে, বিশেষ করে আফ্রিকা ও তৃতীয় বিশ্বের দেশ থেকে। আবার থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিনস আরো অনেক এগিয়ে, কেননা তাদের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক বৃদ্ধি আরও বেশি।

পর্যটন কাছাকাছি দুই দেশকে ভৌগোলিকভাবে, ঐতিহাসিক ভাবে, সাংস্কৃতিক এবং বাণিজ্যিকভাবে সমৃদ্ধ হবার সুযোগ করে দিতে পারে। অনেক দেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যের প্রসার, প্রযুক্তির বিনিময় এবং সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের ফলে পর্যটনের উন্নয়নের গতিকে দ্রুততর করেছে।

পর্যটনের ক্ষেত্রে ইয়োরোপ বা উত্তর আমেরিকার শিল্পোন্নত দেশের তুলনায় ভারত এখনো অনেক পিছিয়ে। ভারতের মোট আভ্যন্তরীন উৎপাদনের মাত্র 5.3 আসে পর্যটন থেকে। আন্তর্জাতিক পর্যটকের মাত্র 10 শতাংশ আসে ভারতে। তবে সংখ্যাটা ক্রমে বাড়ছে। এটাকে আরও বাড়াতে হলে চাই পরিকাঠামোর ব্যাপক উন্নতি।

ইতিবাচক দিকগুলি ছাড়া কিছু নেতিবাচক পরিস্থিতিও পর্যটন উন্নয়নের বাধা। যেমন রাজনৈতিক অস্থিরতা, নানারূপ জনবিক্ষোভ, আতঙ্কবাদীদের দ্বারা বিদেশি পর্যটকের অপহরণ পর্যটক-প্রবাহকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। জম্মু-কাশ্মীর তার উদাহরণ। এমন কি দ্রুত মূল্যবৃদ্ধি, পরিবহনের ব্যয় বৃদ্ধি, পেট্রোলিয়াম সামগ্রীর দুষ্প্রাপ্যতা পর্যটনের প্রসারকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রভৃতি সামাজিক ও অর্থনৈতিক এই দুই অবস্থার উপর নির্ভর করে পর্যটনের প্রসার। দেশের উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসাবে পর্যটনকে কাজে লাগাতে হলে দেশে পর্যটন প্রসারের উপযোগী অনুকূল পরিস্থিতি বজায় রাখতে হবে।

মূল বক্তব্য:

- অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক পরিবর্তন আসে শিল্প বিস্তারের ফলে এবং তাতেই সারা বিশ্বে পর্যটনের বাড়বৃদ্ধি ঘটে।
- আরও অবসর, আর্থিক সঙ্গতি, পর্যটন কেন্দ্রগুলোর প্রতি আরও মনোযোগ, দ্রুত পরিবহন এবং অন্যান্য অনুকূল পরিস্থিতি আধুনিক পর্যটনে বাণিজ্যিক উন্নতি নিয়ে এসেছে।
- নেতিবাচক দিকগুলি পর্যটক-স্রোতকে ব্যাহত করেছে।

পাঠগত প্রশ্ন 33.3

1) পর্যটন দেশের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধিতে উন্নতি ঘটায়। তিনটি কারণ লিখুন।

2) উন্নয়নের প্রসারের তিনটি বাধার কারণ উল্লেখ করুন।

33.6 পর্যটনের প্রকারভেদ

নানারকম বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পর্যটন শিল্পে পর্যটনের নানারকম প্রকারভেদ করা হয়। যেমন, পর্যটকের সঙ্গে পর্যটনস্থলের রাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ভিত্তিতে পর্যটন তিন রকম:

শব্দার্থ ও টীকা

(1) আভ্যন্তরীন পর্যটন (domestic tourism)— পর্যটক যখন নিজের দেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যেই ভ্রমণ করে তখন সেই ভ্রমণ আভ্যন্তরীন পর্যটন,

(2) গৃহমুখী পর্যটন (inbound tourism) — ভিন্ন রাজ্যে বসবাসকারী কোনো প্রবাসী যখন সাময়িকভাবে নিজের দেশে ফিরে আসে তখন সেই পর্যটন হয় গৃহমুখী পর্যটন,

(3) বহির্গামী পর্যটন (Outbound tourism)— কোনো পর্যটক যখন নিজের দেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার বাইরে পর্যটন করে তখন সেই পর্যটন হয় বহির্গামী পর্যটন। আন্তর্জাতিক পর্যটন হচ্ছে এই বহির্গামী পর্যটন।

অন্যদিকে, ভৌগোলিক অবস্থান, স্থানের বৈশিষ্ট্য, পর্যটকদের বিশেষ আকর্ষণ ও উদ্দেশ্য প্রভৃতি বিবেচনা করে পর্যটনকে আরও কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

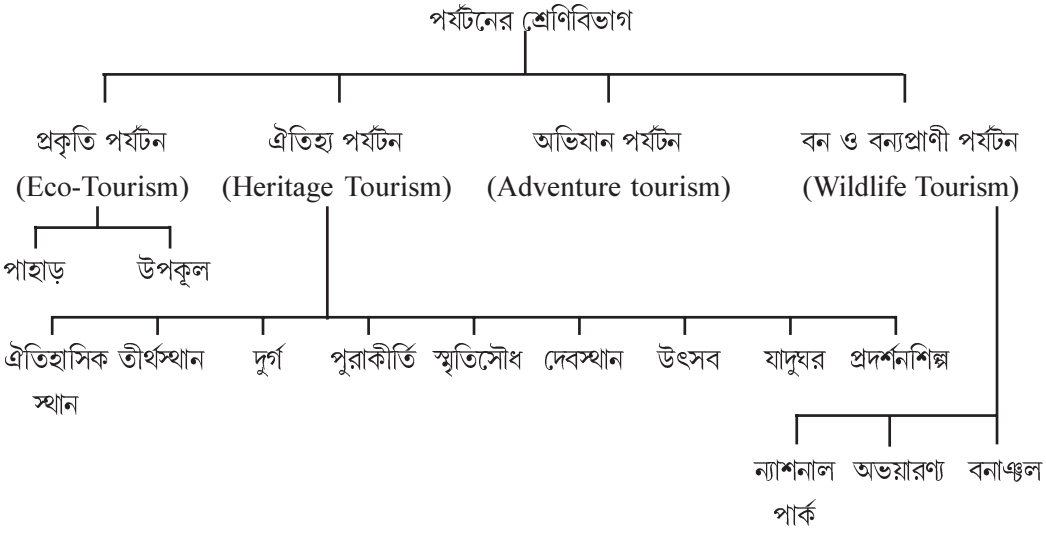

33.6.1 পার্বত্য ও পাহাড়ি এলাকা

উত্তরে হিমালয় আর দক্ষিণে নীলগিরি। কম উচ্চতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিন্ধ্য, সাতপুরা, আরাবল্লি, পশ্চিমঘাট। 100টা পার্বত্য স্টেশনের মধ্যে 42টি ছড়িয়ে আছে কুমায়ুন থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত। 15টি সহ্যাদ্রি পর্বতমালায় আর 12টি আছে উত্তর-পূর্ব দিকে। বাকি 6টি ছড়ানো আছে পূর্বঘাট ও আরাবল্লি জুড়ে।

এর মধ্যে কিছু পার্বত্য এলাকা তুলনামূলকভাবে উন্নত ও খুবই জনপ্রিয়। বাকিগুলো অনুন্নত।

আমরা পার্বত্য এলাকাকে উচ্চতা অনুযায়ী 3টি শ্রেণিতে ভাগ করে দেখাতে পারি—

ক) নীচু উচ্চতার এলাকা (800 - 1200 মি:)

খ) মাঝারি উচ্চতার এলাকা (1200 - 2100 মি:)

গ) অধিক উচ্চতার এলাকা (2100 - 3500 মি:)

কম পরিচিত কয়েকটি এলাকা:

হাফলং, উত্তর কাছাড় (1637 মি:), উত্তর ত্রিপুরার জামপুই (1390 মি:), মণিপুরের ইম্ফল, গুজরাটের চিকল দাড়া (100 মি:) প্রভৃতি।

পাহাড় চূড়া, যেমন সিমলা, দার্জিলিং, গ্যাংটক, অথবা মুসৌরি প্রভৃতি থেকে বহুদূর অবধি উপত্যকা

শব্দার্থ ও টীকা

এবং বরফ ঢাকা পর্বত দেখার অনুভূতি খুব মনোরম।

কয়েকটি শৈলাবাস আছে নৈনিতাল, উটি (উদগমণ্ডলম), কোডাই কানাল হ্রদের পাড়ে। পর্বত ঘেরা শ্রীনগর, কাশ্মীর, উটি থেকে পার্বত্য দৃশ্য বিশেষ উপভোগ্য। হ্রদতীরবর্তী রাজস্থানের উদয়পুর হিমালয় অঞ্চলের বাইরে উল্লেখযোগ্য। মাউন্ট আবু, মোরনি, পাঁচমাড়ি, সাতপুরা, রাঁচি যেন উটের পিঠের মতো। এগুলির সবুজ উপত্যকা বা অরণ্য প্রকৃতি চমৎকার।

নদী এলাকায় মানালি বা পহেলগাঁও প্রভৃতির উচ্চতা ও উপত্যকা দুটোই উপভোগ্য। জব্বলপুরের কাছে ধুয়ান-ধার জলপ্রপাত, ঢালুতে পাঁচমাড়ি জলাশয় পাহাড় ও জলাশয়ের সমন্বয়।

শৈলাবাসের কাছে যদি বড়ো শহর থাকে তাহলে পর্যটনের কিছু অতিরিক্ত সুযোগ সৃষ্টি হয়। ব্যস্ত নগরবাসী সপ্তাহান্তে সেসব শৈলাবাসে ঘুরে আসতে পারে। লোক উৎসব, লোক হস্তশিল্পের প্রদর্শনী, দুর্লভ গাছপালা, লোক-সংস্কৃতির অনুষ্ঠান প্রভৃতি পর্যটকদের বাড়তি আকর্ষণ জোগায়। আর আছে বিশেষ খাবারের আকর্ষণ। ত্রিপুরার আনারস যে খেয়েছে তার কাছে আর ভালো লাগবে না সিমলার আপেল।

অনেক শৈল অঞ্চলে তুষার দৃশ্য, সূর্য ওঠার ও ডোবার বিশেষ জায়গা, বন্যপ্রাণীর সংরক্ষিত এলাকা, মঠ মন্দির, গুহা, পর্বত গাত্রে ম্যুরাল চিত্র, পাহাড় কেটে মূর্তি প্রভৃতি দেখাবার ব্যবস্থা আছে।

33.6.2 উপকূল পর্যটন

7000 কি:মি: দীর্ঘ উপকূল কাণ্ডলা থেকে কলকাতা পর্যন্ত প্রসারিত। এছাড়া আছে দ্বীপগুলি। এসবই উপকূল পর্যটনে পর্যটকদের টানে। গোয়ার সুন্দর উপকূল, কেরালার কোভালাম পর্যটকদের বিশেষ প্রিয়। এখানে আসে অসংখ্য দেশি পর্যটকও।

কোভালাম কেবল সমুদ্রতীরের জন্য নয়, স্বাস্থ্যকর স্থান হিসাবে উল্লেখযোগ্য। এখানকার প্রাচীন আয়ুর্বেদিক পদ্ধতিতে গাত্র মর্দনের (body massage) জন্যও অনেকে আসে। চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য যে পর্যটন তাকে বলে চিকিৎসা পর্যটন (Medical Tourism)। এখানকার বিভিন্ন জলক্রীড়াও লোভনীয়।

গোয়ার সাগরতীরের খ্যাতি তার বিস্তৃত বালুকা বেলার জন্য। এখানে রৌদ্রসেবনের জন্যও আসে অনেকে। গুজরাটে সৌরাষ্ট্র তীরের খ্যাতি তার সোনালি বালুর জন্য। জুনাগড়ের নবাব আমেদপুরে উপকূল প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন রাজার অন্তঃপুরিকাদের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য।

মুম্বাইয়ের জুহু তীর বেশ জনপ্রিয়। চেন্নাইয়ের গর্ব তার আবর্জনামুক্ত মেরিনা উপকূলের জন্য। অন্ধ্রে আছে দুটো উপকূল, ভাইজাগের কাছে রামকৃষ্ণ মিশন ও ঋষিকোণ্ডা। উড়িষ্যার সুবিখ্যাত তীর গোপালপুর এবং পুরী ও তোসালি বালুবেলা।

মূল বক্তব্য:

- পর্যটনের শ্রেণিবিভাগ হয় পর্যটন কেন্দ্রের অবস্থান, আঞ্চলিক বৈচিত্র্য এবং পর্যটকের বিভিন্ন প্রবণতা ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে।
- পাহাড়ি কেন্দ্রগুলো সুবিস্তৃত বিভিন্ন উচ্চতায়, নদীর সন্নিহিত জায়গায়, হ্রদের ধারে।
- পর্যটন কেন্দ্র যদি বড় শহরের কাছাকাছি হয়, তাহলে অল্প সময়ে নানা কিছু দেখার সুযোগ থাকে আর তাতে পর্যটনের প্রসার ঘটে।

শব্দার্থ ও টীকা

- ভারতের সুদীর্ঘ সমুদ্রতীর থাকায় উপকূল পর্যটনের অনেক সুযোগ আছে।
- কেরালা ও গোয়ার সাগরতীর ছাড়া অসংখ্য তীরভূমি এখনও অবহেলিত।

পাঠগত প্রশ্ন 33.4

1) প্রতি পর্যটন কেন্দ্রের একটি করে উদাহরণ দিন—

   i) হিমাচল প্রদেশে

   ii) উড়িষ্যায়

   iii) অসমে

   iv) হ্রদের

2) কোভালাম তীরের খ্যাতির দুটি কারণ দেখান

   i) —

   ii) —

3) পার্বত্য পর্যটন কেন্দ্রের আকর্ষণ বাড়িয়ে দেয় যে সব সুবিধা তার তিনটি বন্ধনী থেকে বেছে নিন।

   (ঢেউ খেলানো পার্বত্য ভূমির প্রাকৃতিক দৃশ্য/ পর্যটকদের ফ্যাশন প্রিয়তা/ শহরের নৈকট্য/ উপাসনার জন্য মন্দির/ তুষার রেখার সান্নিধ্য/ বহুতল বাড়ি)

   i) —

   ii) —

   iii) —

4) মুম্বাই, উড়িষ্যা, তামিলনাড়ুর একটি করে বিখ্যাত তীরভূমির উল্লেখ করুন।

   i) —

   ii) —

   iii) —

33.6.3 ঐতিহ্য-মূলক পর্যটন

ভারতের ঐতিহ্য-পর্যটন অত্যন্ত সমৃদ্ধ। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এমন 26টি স্থান আছে যা বিশ্বের পর্যটন স্থানের তালিকাভুক্ত। আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যে আছে প্রাচীন মন্দির, বিভিন্ন ধর্মের দেবমূর্তি। মুনিঋষিদের সাধনপীঠ। প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ ভক্ত এগুলি পরিদর্শনে যান। ভাস্কর্য, গঠনশৈলি, খিলান-গম্বুজ-মিনার ভারতময় ছড়িয়ে আছে তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে। উদাহরণ: বৌদ্ধমঠ ও গুম্ফা (লাডাক ও সিকিমে), বিচিত্র সব গুম্ফা, দক্ষিণ ভারতের হিন্দু মন্দির।

দুর্গম স্থানে ধাম ও মন্দির নির্মিত হয়েছে যুগে যুগে। উত্তরে কেদার বদ্রী, পশ্চিমে দ্বারকা, পূর্বে পুরীর জগন্নাথ মন্দির প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 51টি শক্তিপীঠও হিন্দুদের কাছে বিশেষ ভক্তিতীর্থ।

প্রাচীন মন্দিরগুলো দেখা যায় গিরিচূড়ায়, নদীসঙ্গমে, নদী ও হ্রদের তীরে, দ্বীপে, দুর্গম অরণ্যে। এগুলো

শব্দার্থ ও টীকা

পরিদর্শনের জন্য চাই প্রশিক্ষিত গাইড যাদের পুরাকাহিনিকে আকর্ষণীয় ও ঠিকভাবে উপস্থাপনের দক্ষতা আছে।

তারপরে আসে ঐতিহাসিক নগর। ধ্বংসাবশেষ, গুহা এবং পাহাড় কেটে গড়া মন্দির। চৈত্য ও স্তূপের কথাও আসবে। বুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত অনেক স্থান আছে বিহারে। গুজরাট, রাজস্থান, কর্ণাটকে আছে জৈন তীর্থস্থান। শিখ স্মৃতি মন্দির আছে পাঞ্জাবে (অমৃতসরের হরমন্দির সাহেব)। খ্রিষ্টান চার্চ আছে গোয়ায়, শিলং ও কেরালায়।

মুসলিমদের জন্য আছে মসজিদ (দিল্লির জামা মসজিদ, হায়দরাবাদে মক্কা মসজিদ, ভোপালে তাজ মসজিদ, শ্রীনগরে হজরতবল মসজিদ)। বিখ্যাত তীর্থস্থান আজমিরের খাজা মইনুদ্দিন চিস্তির দরগা, দিল্লির নিজামুদ্দিন আউলিয়া। সর্বধর্মের প্রাচীন সব ধর্মস্থান ছড়িয়ে আছে ভারতে।

নগরীর ধ্বংসাবশেষ পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ। কর্ণাটকের হাম্পি ও উত্তর প্রদেশের ফতেপুর সিক্রি উল্লেখযোগ্য। আকর্ষণীয় অনেকগুলি পুরনো দূর্গ ও স্তম্ভ আছে। যেমন দিল্লির কুতব মিনার বিজয় স্তম্ভ, রাজস্থানে চিতোরগড়। আছে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম।

ভারতের ঐতিহ্য পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত আছে অতীতের রাজনৈতিক ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত স্থান। যেমন, উদয়পুরের হলদিঘাট, অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগ, পোর্ট ব্লেয়ারের সেলুলার জেল। এ ছাড়া আছে মহাপুরুষদের স্মৃতিবিজড়িত স্থান। যেমন, কন্যাকুমারীর বিবেকানন্দ শিলা, সবরমতীর গান্ধি আশ্রম, পণ্ডিচেরির অরবিন্দ আশ্রম প্রভৃতি।

মূল বক্তব্য:

- ইতিহাস আশ্রিত পর্যটন কেন্দ্র, যেমন: তীর্থস্থান, প্রাচীন দুর্গ ও মনুমেন্ট এবং বিভিন্ন রকম ধ্বংসাবশেষ।
- ভারতে মণীষীদের জীবনের সঙ্গে বিজড়িত বিভিন্ন স্থান, যাদুঘর, আর্ট গ্যালারি, পুরাকীর্তির প্রদর্শনী প্রভৃতি নিয়ে ঐতিহ্য পর্যটন।

পাঠগত প্রশ্ন 33.5

1) কোন্ ধর্মের সঙ্গে জড়িত আছে নীচের স্থানগুলো—
i) সারনাথ, (ii) অমৃতসর, (iii) সোমনাথ, (iv) আজমির, (v) পুরোনো গোয়া।

2) বিভিন্ন স্থানে ছড়ানো চারটি প্রধান হিন্দু তীর্থস্থানের নাম লিখুন।

3) তিনটি সুপ্রাচীন ঐতিহ্যময় মন্দিরের ভৌগোলিক অবস্থান কোথায় লিখুন।

33.6.4 অভিযান-মূলক পর্যটন (অপ্রচলিত পর্যটন কেন্দ্র)

সাধারণভাবে পর্যটনের লক্ষ অবকাশ যাপন ও আনন্দ লাভ। কিন্তু কোনো কোনো দুঃসাহসী পর্যটক পর্যটনের মাধ্যমে আনন্দদায়ক স্বাচ্ছন্দের বদলে চান রোমাঞ্চকর শিহরণ। এ জন্য তাঁরা অজানা অচেনা দুর্গম পথে যাত্রা করেন, যোগ দেন নানা ঝুঁকিপূর্ণ অভিযানে। এঁদের জন্যই পর্যটকদের অপরিচিত নতুন জায়গায়

শব্দার্থ ও টীকা

অভিযান পর্যটন কেন্দ্র গড়ে ওঠে। ট্রেকিং, স্কি, নদীতে নৌকাচালনা, শৈত্যক্রীড়া, জলক্রীড়া, পর্বতারোহন, গ্লাইডিং, পায়ে হেঁটে ভ্রমণ, অরণ্যে শিবির বাস প্রভৃতি অভিযান পর্যটনের পর্যায়ে পড়ে। এখন অবধি মোট পর্যটনের মাত্র 7 শতাংশ হচ্ছে অভিযান পর্যটন।

ট্রেকিং: দীর্ঘ পথ হাঁটা বা সাইকেলে যাওয়া। পাহাড়ে, গিরিপথে তীব্র জলহাওয়ায় উঁচু জায়গায় যাওয়া। সিকিম, অরুণাচল, হিমাচল প্রভৃতি জায়গা ট্রেকিং-এর জন্য প্রশস্ত। ট্রেকিং অভিযান খুবই প্রাচীন। বস্তুত এভাবে নতুন নতুন পর্যটনকেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়েছে।

পর্বতারোহন: নইন সিং, কিসান সিংদের কথা আগেই জানানো হয়েছে। তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে প্রথম ভারতীয় পর্বতারোহী। এভারেস্টজয়ী তেনজিং নোরগে তো স্মরণীয় হয়ে আছেন। মহিলা অভিযাত্রী বাচেন্দ্রি পালের নামও পর্বতারোহীদের তালিকায় শীর্ষস্থানে।

হিমালয় ও হিমাচল প্রদেশে পর্বতারোহণযোগ্য অনেক পর্বতশৃঙ্গ আছে।

আজকাল পর্বতারোহণের প্রতি আকর্ষণ অনেক বেড়েছে।

মানালিতে ইন্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের মতো দার্জিলিং, উত্তরকাশীতেও পর্বতারোহণ প্রশিক্ষণকেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

শৈত্যক্রীড়া: শৈত্যক্রীড়া দু'রকম— (1) স্কেটিং, (2) স্কিয়িং বা স্কি। চাকা লাগানো জুতো বা বোর্ডের সাহায্যে বরফের উপর ঘুরে বেড়ানোর খেলা হচ্ছে স্কেটিং; আর বুটজুতোর সঙ্গে সরু লম্বা কাঠের, ধাতুর বা প্লাস্টিকের টুকরো জুড়ে বরফের উপর ছুটে চলার খেলা হচ্ছে স্কিয়িং। বরফের উপর দৌড়োনোর এই আনন্দ অনেকেই পেতে চান। ভারতে হিমালয় অঞ্চলের পর্বতের ঢাল এই খেলার জন্য জনপ্রিয়। 2700 মিটার উচ্চতায় গুলমার্গ ভারতের সর্বোচ্চ স্কি গ্রাউন্ড। ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল স্কি-এর ভালো সময়। গুলমার্গে গল্‌ফ খেলার মাঠ বিশ্বের সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত। কাশ্মীরের স্কি প্রোজেক্ট থেকে বছরে 5 লক্ষ ডলার আয় হয়।

নারাকোন্ডা, কোটগড়, শোলাং নালা, গাড়োয়াল, যোশীমঠ, বদ্রীনাথ প্রভৃতি পার্বত্য অঞ্চলে গড়ে উঠেছে নানা প্রকার শীতক্রীড়া।

জলক্রীড়া: জলক্রীড়া একাধিক— (1) ভেলা চালানো (rafting): (2) দাঁড় টানা (rowing), (3) ডুব সাঁতার (diving)। নদীর ভাটির দিকে দল বেঁধে ভেলা চালানোর খেলাকে বলে রাফটিং; আর ছোটো নদীতে ছোটো নৌকায় দাঁড় টেনে যে প্রতিযোগিতা তা-ই হল রোয়িং। নদীতে ভেলা চালানো— ভারতে এই অভিযান পর্যটনের বিশেষ সুযোগ আছে, যেহেতু এ দেশে নদনদী অসংখ্য। এখনও পর্যন্ত জলক্রীড়া খুবই সীমিত সংখ্যায়। গঙ্গার হৃষিকেশ, মানালির বিয়াস ইত্যাদি দু-চারটি জায়গায় এটি সীমাবদ্ধ। এই ক্রীড়ার দারুণ সুযোগ আছে সিকিমের তিস্তায়, আসামের ব্রহ্মপুত্রে, হিমাচলের চন্দ্রায়, অরুণাচলের ভারালিতে। এখন দরকার এই ক্রীড়ার জন্য দক্ষ প্রশিক্ষকের ও উপকরণের।

ভারতে আছে অসংখ্য কৃত্রিম ও প্রাকৃতিক হ্রদ ও জলাশয়। আর আছে সমুদ্রের প্রান্তবর্তী শান্ত অংশ। এসব জায়গায় গড়ে তোলা যেতে পারে পাল তুলে ডুব সাঁতার, দাঁড়টানা, মাছ ধরা প্রভৃতি জলক্রীড়া কেন্দ্র।

এছাড়া snorkel (একরকম নল) ও scuba (হাওয়া ভরা থলি) নামক কৃত্রিম শ্বাসগ্রহণ উপকরণ নিয়ে জলের তলায় 40 - 50 মিটার গভীরে ডুবুরি হয়ে নেমে ঘুরে বেড়ানো আর এক ধরণের আকর্ষণীয় জলক্রীড়া। লাক্ষাদ্বীপে, আন্দামান নিকোবর দ্বীপে পরিষ্কার সমুদ্রজল, এখানে এই চমৎকার জলক্রীড়া কেন্দ্র গড়ে তোলা যেতে পারে।

গুহা পর্যটন: ভারতের অনেক গুহা বা পাহাড় কেটে নির্মিত আবাস আছে। কিন্তু এগুলো নিয়ে পর্যটন

গড়ে তোলার কোনো কাজ হয়নি।

আওরঙ্গাবাদের আশে পাশে সুবিখ্যাত অজন্তার মতো 30টি গুহা আছে। মধ্য ভারতে আছে অন্তত 500টি গুহা। এর অনেকগুলি ছিল প্রাগৈতিহাসিক মানুষদের আবাস। তাদের অনেকগুলিতে ওদের আঁকা গুহাচিত্র আছে। উদয়গিরি খণ্ডগিরিতে পাহাড়ের গা কেটে জৈনদের দেবদেবীর মূর্তি তৈরি হয়েছে।

33.6.5 বন ও বন্যপ্রাণী পর্যটন

এমনকি আফ্রিকাতেও নেই ভারতের মতো এতো বিপুল জীব ও উদ্ভিদের সমাবেশ। জীববৈচিত্র্যের সাথে ভারতের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিশেষ লক্ষ্যণীয়। বন্যপ্রাণী পর্যটন গড়ে ওঠে ন্যাশানাল পার্ক, পশু পাখিদের সংরক্ষিত নিবাস, অভয়ারণ্য, সব রকমের জলাভূমি প্রভৃতিকে ভিত্তি করে। বন্যপ্রাণী পর্যটন কেন্দ্রের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

কাশ্মীরের কস্তুরী মৃগ উদ্যান গড়া হয়েছে দাচিগাঁও সংরক্ষিত অভয়ারণ্যে। নইনিতালে আছে করবেট (জিম করবেট-এর নামে) জাতীয় পার্ক বাঘ ও হাতির আবাসস্থল। বিন্ধ্য-সাতপুরার মধ্যবর্তী উপত্যকায় আছে কান্হা জাতীয় পার্ক। এটি বাঘ, চিতা, চিত্রল হরিণ বা চিতলের আবাস উদ্যান। কাছাকাছি বান্ধবগড় বাঘের জন্য বিখ্যাত। ভরতপুরের (রাজস্থানে) পাখিরালয় বিখ্যাত বিদেশাগত বা পরিযায়ী পাখিদের জন্য।

সৌরাষ্ট্রের গির অরণ্য সিংহের জন্য বিখ্যাত।

বিখ্যাত বিশালাকৃতি সারস আছে রাজস্থানে।

কর্ণাটকের জাতীয় পার্কে হাতি আছে।

আসামের কাজিরাঙা জাতীয় পার্কে আছে একশৃঙ্গী গণ্ডার। মানস জাতীয় পার্কে আছে হাতি, বাঘ, গণ্ডার।

উড়িষ্যার চিল্কায় আছে বহুপ্রকার জলপ্রাণী।

কেরালার জাতীয় পার্ক পেরিয়ারে আছে বুনো শুয়োর, হাতি, গর্জনকারী হরিণ।

খাজুরাহোর প্রস্তাবিত জাতীয় উদ্যানে সংরক্ষিত হবে 800 ভালুক।

নতুন নতুন ন্যাশনাল পার্ক, পরিবেশ বান্ধব পরিবহন, প্রাণীদের নিরাপত্তা ও অভয় দানের ব্যবস্থা বন্যপ্রাণী পর্যটনের উন্নতি ঘটাবে। সঙ্গে সঙ্গে অরণ্য ভ্রমণকারী ও পর্বতারোহনকারীদের উপদ্রব থেকে মুক্ত রাখতে হবে অরণ্য পরিবেশকে। থাকতে হবে স্থানীয়দের বনসংরক্ষণের আন্তরিক উদ্যোগ।

পাঠগত প্রশ্ন 33.6

1) নিম্নলিখিত প্রাণীদের জন্য বিখ্যাত স্থানের নাম লিখুন—

	প্রাণী	স্থান
i)	সিংহ	.....
ii)	Indian Bustard	.....
iii)	একশৃঙ্গী গণ্ডার	.....
iv)	বুনো শুয়োর	.....

শব্দার্থ ও টীকা

2) পর্বতারোহন ইনস্টিটিউট্‌গুলির কাজ কী? এই রকম ইনস্টিটিউট্ আছে এমন তিনটি জায়গার নাম লিখুন।

3) অভয়ারণ্য বলতে কি বোঝায়?

33.7 আপনি যা শিখলেন

1. আধুনিক পর্যটন ও প্রাচীন কালের পর্যটনের তফাত।
2. আধুনিক পর্যটনের শ্রেণিবিভাগের ভিত্তি।
3. বিনোদন ও অবকাশ যাপন পর্যটনের অঙ্গ।
4. পর্যটন উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় বহু সম্পদ আছে ভারতে।
5. জল-হাওয়ার বিভিন্নতা ছাড়াও জীববৈচিত্র্য রক্ষণাবেক্ষণ, চোরাশিকারি ও অরণ্য ভ্রমণকারীদের উৎপাত প্রভৃতির প্রতিরোধ-ব্যবস্থা ভারতের পর্যটনে প্রসার ঘটাবে।

এছাড়াও শিখলেন —

— পর্বতাঞ্চল পর্যটনের বিভিন্ন দিক, যেমন পর্বতশৃঙ্গ, ঢালু অংশে তুষার ইত্যাদির অপরূপ বিস্তার, পর্বতের গুহা ও খাদ এবং পাহাড়ের গা কেটে মূর্তি ও আবাস নির্মাণের বিভিন্ন পরিচয়।

— সাগর উপকূলে নৈসর্গিক বৈচিত্র্য ও সাগর তীরের আকর্ষণে পর্যটনের সমৃদ্ধি।

— আমাদের শতশত বছরের প্রাচীন ঐতিহ্যের নিদর্শন বা পর্যটনের বিশেষ আকর্ষণ। বিভিন্ন লোকশিল্পে নিযুক্ত হবার ফলে লক্ষ লক্ষ স্থানীয় মানুষের জীবিকার সংস্থান।

আর শিখলেন —

— আজকের বিশ্ব অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে পর্যটন শিল্পের গুরুত্ব অনেকখানি।

— পর্বত, সাগর-সৈকত, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য-কেন্দ্র প্রভৃতি বহু বৈচিত্র্যের ফলে গড়ে উঠেছে নানা ধরনের পর্যটন।

— এ পর্যটনের শ্রেণিবিভাগ হয়েছে ভৌগোলিক অবস্থান, স্থানিক বৈশিষ্ট্য, পর্যটকদের নানা ভাবে আকর্ষণের সুযোগ ইত্যাদির ভিত্তিতে।

— অ্যাডভেঞ্চার বা অভিযানমূলক পর্যটন তাদের জন্য যারা দুর্গম জায়গায় যেতে ভালোবাসে এবং জলক্রীড়া, পর্বতারোহন, তুষার ক্রীড়া, গ্লাইডিং, গল্ফ খেলা, স্কি প্রভৃতি রোমাঞ্চকর অনুশীলন যাদের খুব প্রিয়।

শব্দার্থ ও টীকা

33.8 পাঠান্ত প্রশ্ন

1. সংক্ষেপে উত্তর দিন

(ক) কী রকম সমুদ্রসৈকত পর্যটকদের বেশি পছন্দ?

(খ) ভারতের কী কী বৈশিষ্ট্য ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক পর্যটনের প্রেরণা দেয়?

2. গ্রীষ্মে পার্বত্য পর্যটনের কারণগুলি উল্লেখ করুন যা পর্যটকদের আকর্ষণ করে।

3. পার্থক্য দেখান

(i) সাধারণ যাওয়া আসা ও পর্যটন।

(ii) আভ্যন্তরীন পর্যটন ও বহির্গামী পর্যটন।

4. পর্যটনের কোন্ কোন্ দিক পর্যটনকে আধুনিক করে?

5. যেটি ঠিক সেটিতে টিক চিহ্ন দিন:

i. (ক) শহর কাছে হলে পার্বত্য পর্যটনের একটি বিশেষ সুবিধা

(খ) কাছাকাছি শহর থাকলে পর্যটকদের সংখ্যা কমে যায়।

ii. (ক) কোঙ্কন এবং গুজরাট উপকূলে সৈকত পর্যটন গড়ে তোলা যাবে না।

(খ) কেরালা ও গোয়ায় সৈকত পর্যটন যথেষ্ট উন্নত।

iii. (ক) অনেকগুলো ধর্ম থাকার ফলে তীর্থকেন্দ্রের সংখ্যা অনেক বেশি হয়েছে।

(খ) দুর্গ আর প্রাসাদ দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে মানুষ তীর্থস্থান গড়ে তুলেছে।

6. পার্থক্য দেখান:

i) পর্বতারোহন ও ট্রেকিং

ii) স্কেট (Skate) ও স্কি (Ski)

iii) রাফটিং (ভেলায় চড়া) ও Rowing (দাঁড়টানা)

7. গভীর জলে ডুবসাঁতারের খেলা (diving) দেখাবার সময় কৃত্রিমভাবে শ্বাসগ্রহণের জন্য কী কী উপকরণ ব্যবহার করা হয়?

শব্দার্থ ও টীকা

8. কারণগুলি উল্লেখ করুন:

i) প্রবালযুক্ত সাগরে দাঁড়টানা জলক্রীড়ার পক্ষে বেশি উপযুক্ত।

ii) বাঘের অভয়ারণ্য অনেকগুলো, কিন্তু গ্রেট বাস্টার্ড সারসের জন্য মাত্র একটি।

iii) উত্তর ভারতে রেকর্ড সংখ্যক তীর্থযাত্রী আসে কিন্তু এখানকার পর্যটনে উন্নয়নের মাত্রা এখনো খুব কম।

33.9 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

33.1. **1)** i) অস্থায়ীভাবে, ii) পরিকল্পিত, iii) ২৪ (ঘন্টা), এক (বছর)

2) i)-(গ), ii)-(ক), iii)-(খ)

33.2. **1)** বিশাল ও সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক এই দেশে পর্যটনের অসংখ্য বৈচিত্র্য বিদ্যমান বলে।

2) পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন।

3) কৃষ্ণা ও কাবেরী নদীর মধ্যবর্তী ব-দ্বীপ কোলের হ্রদ।

33.3. **1)** পর্যটন সূত্রে অন্য দেশে (i) বাণিজ্যের প্রসার, (ii) প্রযুক্তির বিনিময়, (iii) সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান।

2) রাজনৈতিক অস্থিরতা (i) পরিবহনের ব্যয় বৃদ্ধি, (ii) পেট্রোলিয়াম সামগ্রীর দুষ্প্রাপ্যতা

33.4 **1)** i) সিমলা, ii) গোপালপুর, iii) কাজিরাঙা, iv) নৈনিতাল

2) i) স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ii) হাঙরের উপদ্রবমুক্ত

3) i) শহরের নৈকট্য, ii) তুষার রেখার সান্নিধ্য iii) ঢেউ খেলানো পার্বত্যভূমির প্রকৃতি

4) i) জুহু-মুম্বাই, ii) পুরী iii) মেরিনা

33.5 **1)** i) বৌদ্ধ, ii) শিখ, iii) হিন্দু, iv) ইসলাম, v) খ্রিস্ট।

2) উত্তরে বদ্রীনাথ, পশ্চিমে দ্বারকা, পূর্বে পুরী, দক্ষিণে রামেশ্বরম।

3) তামিলনাড়ুতে মীনাক্ষী, পশ্চিমবঙ্গে কালীঘাট, পাঞ্জাবে স্বর্ণমন্দির।

শব্দার্থ ও টীকা

33.6

1) i) গির, ii) রাজস্থান, iii) কাজিরাঙা, iv) পেরিয়ার

2) i) পর্বতারোহন প্রশিক্ষণ

(ক) উত্তর কাশী, (খ) মানালি, (গ) দার্জিলিং

3) বন্য প্রাণীর নির্ভয়ে জীবনধারণ, বংশবিস্তার, অবাধ আচরণ ইত্যাদির ব্যবস্থাযুক্ত পরিকল্পিত অরণ্য।